

Peace begins with smile

Bangladeshi peacekeepers play a major role in ensuring peace, dev in DR Congo

MOHAMMAD AL-MASUM MOLLA, from DR Congo

When one walks through the entrance to the Bangladesh Rapidly Deployable Battalion headquarters in Bunia of the Democratic Republic of Congo, the first thing that catches the eye is a huge plaque that says "Peace begins with a smile".

The Bangladeshi soldiers, engaged in the UN peacekeeping mission in the DRC, call the place "House of Peace".

The Bangladeshi peacekeepers have been successful in bringing peace to a restive nation that had plunged into three civil wars in less than two

From an understanding that the DRC needs more than just conflict reduction for sustainable peace, they have been doing what needs to be done on the social and cultural fronts as well.

"It's not part of our primary responsibilities, but with our own funds and resources, we have been providing them with free medical services, and computer training for the youth, and also helping them promote their culture," Brig Gen Ihteshamus Samad Chowdhury, brigade commander of SEE PAGE 12 COL 5



Local young men and women in Bunia attend a free computer class at a training centre run by Bangladeshi peacekeepers stationed in the Democratic Republic of Congo.

MOHAMMAD AL-MASUM MOLLA

'Drug dealer' killed in C'nawabganj 'gunfight'

OUR CORRESPONDENT, Chapainawabganj

A suspected drug dealer was killed in a "gunfight" with Rapid Action Battalion at Tantipara ghat in Chapainawabganj's Shibganj upazila early yesterday.

He is Abdul Alim, 45, of Naya Lavanga village of the upazila.

Acting on a tip-off, a team of Rab-5 from Chapainawabganj camp went to Tantipara ghat area for an anti-drug drive around 1:50am, said Abul Khayer, an official of the Rab

Sensing presence of Rab personnel, the criminals opened fire. Rab members returned fire, triggering the "gunfight".

SEE PAGE 12 COL 5

No answer

Family buries road race victim Nazim STAFF CORRESPONDENT

As the body of Nazim Uddin was lowered to the grave in his village home yesterday, his daughter Nusrat Jahan Moon kept on calling him on his mobile phone. "Why is Baba doing this?

Why is he not receiving my call?" she

asked. The relatives of the eightyear-old, however, had no

answer. seemed the

back.

Thursday.

girl was either in a state of disbelief or failed to realise that her father would never come

NAZIM

Nazim, senior executive of English daily Dhaka Tribune, was killed as two buses were racing each other on Mayor Hanif flyover in the capital on

Third-grader Moon along with her relatives went to Bhola that night for the burial. She was beside her father's body until it was buried at

SEE PAGE 2 COL 6

Police taking away boxes of seized goods during a raid on three apartments owned by Najib Razak's family early yesterday. PHOTO: AFP

Cash is king

Huge amount of money, jewellery seized at Najib Razak's house, office

REUTERS, Kuala Lumpur

Ousted Malaysian prime minister Najib Razak has been summoned by the anti-graft agency amid a probe into troubled state fund 1MDB, sources said yesterday, after police launched pre-dawn raids on premises linked to Najib and confiscated jewellery, luxury handbags and cash.

Police have been searching Najib's home and other places as part of an investigation into scandal-plagued 1Malaysia Development Berhad (1MDB), an extraordinary turn of events that few would have predicted before his shock defeat in the May 9 general election.

SEE PAGE 12 COL 2

Khaleda takes iftar with Fatema in jail

UNB, Dhaka

BNP Chairperson Khaleda Zia yesterday took iftar with her domestic help Fatema Begum in old Dhaka Central Iail with traditional items on the first day of Ramadan.

A jail official wishing anonymity said cooked chickpea, peaju, muri (puffed rice), date, juice and some fruits were in the BNP chief's iftar menu.

Khaleda has been in the jail since February 8 as she was sentenced to five years' imprisonment in the Zia Orphanage Trust corruption case by a lower court. Fatema has been staying with her with court permission.

SEE PAGE 12 COL 4

Plastic bag found at deepest ocean point

INDEPENDENT.CO.UK

Plastic and other pieces of debris have been found in the deepest parts of the ocean, according to a new study. A single-use plastic bag was among the 3,500 fragments discovered at a depth of 10,898 metres. More than one third of what was found was macroplastic - visible pieces of plastic larger than 5mm.

Almost 90 per cent of these were single-use plastics, according to the new study produced by the Japan Agency for Marine-Earth Science and SEE PAGE 12 COL 6







PRAYER TIMING MAY 19

Fazr Zohr Asr Maghrib Esha AZAN 3-40 12-45 5-00 6-39 8-00 JAMAAT 3-50 1-15 5-15 6-49 8-30 SOURCE: ISLAMIC FOUNDATION





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। (www.dgda.gov.bd)



ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সবার জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন ঔষধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ঔষধের পার্শ্ব ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া মনিটরিং এর জন্য দেশে ফার্মাকোভিজিলেন্স বা Adverse Drug Reaction Monitoring (ADRM) কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতায় ADRM Cell, National Pharmacovigilance Center হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশে ফার্মাকোভিজিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনার জন্য National Pharmacovigilance Center বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগী প্রতিষ্ঠান Uppsala মনিটরিং সেন্টার (UMĊ) এর ১২০তম সদস্য পদ লাভ করেছে। রোগীর নিরাপত্তার স্বার্থে ঔষধ ব্যবহারকালীন চিহ্নিত/পরিলক্ষিত জানা বা অজানা যে কোন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট হওয়া জরুরী। এক্ষেত্রে ঔষধ বৃবহারকারী, স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

এমতাবস্থায়, ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ফরমে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ADRM Cell বরাবর প্রেরণ করার জন্য স্বাস্থ্য সেবার সাথে জড়িত সকল পেশাজীবী (ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট, নার্স), রোগী বা তাঁর আত্নীয়-স্বজন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অথবা যে কোন স্বাস্থ্য সচেতন নাগরিকের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হল।

কি রিপোর্ট করবেনঃ ঔষধ সেবনের পর পরিলক্ষিত যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা ঔষধ সেবনের পর রোগীর শরীরে পরিলক্ষিত যে কোন অস্বভাবিক বিষয়াদি।

কাকে রিপোর্ট করবেনঃ আপনার ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট কিংবা নার্স-কে দ্রুত অবহিত করুন অথবা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের এডিআরএম সেল (ADRM Cell)-কে সরাসরি জানান। বিষয়টি ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট কিংবা নার্সকে এডিআরএম সেল বরাবরে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

কিভাবে রিপোর্ট করবেনঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট (www.dgda.gov.bd) ভিজিট করুন। ওয়েব সাইটের হোম পেইজ-এ গিয়ে ADRM বাটনে ক্লিক করলে আপনি ADRM Reporting Form পাবেন যা ডাউনলোড করে উক্ত ফরম পূরণপূর্বক dgda.gov@gmail.com বরাবর ই-মেইল পাঠিয়ে দিন। এছাড়া website এর ADRM button এ ক্লিক করলে ADRM entry form পাবেন যাতে সরাসরি information গুলো input দিয়ে finish button এ ক্লিক করলেই সংশ্লিষ্ট ADRM Cell বরাবর চলে আসবে। আপনার ইন্টারনেট সুবিধাদি না থাকলে আপনার নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সাহায্য নিতে পারেন। অথবা আপনি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ ঠিকানায় সরাসরি পত্র প্রেরণ করতে পারেন।

> স্বাক্ষরিত/-মেজর জেনারেল মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মহাপরিচালক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর Email: dgda.gov@gmail.com

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড



(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি) প্রধান কার্যালয়ঃ চাঁপাপুর, কুমিল্লা

"জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার"

"শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস গৃহস্থালীতে বিকল্প জ্বালানি"

"গ্যাসজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়"

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের সচেতনতার অভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্যাসজনিত অগ্নিদুর্ঘটনায় জানমালের ক্ষতি হচ্ছে। গ্যাসজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে গ্রাহকবৃন্দকে নিমুরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য

অনুরোধ করা হলোঃ

- O রান্না শেষে গ্যাসের চুলা বন্ধ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।
- O চুলার নব এবং পিতলের চাবিতে কোন লিকেজ আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। চুলা জ্বালানোর কমপক্ষে ১৫/২০ মিনিট পূর্বে রান্না ঘরের দরজা/জানালা খুলে দিন।
- বাসা-বাড়িতে গ্যাস লাইনে লিকেজ পরিলক্ষিত হলে রাইজারের চাবি বন্ধ করে দিন এবং আগুন
- জ্বালানো থেকে বিরত থাকুন। O গ্যাস লাইন লিকেজ হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোম্পানির জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে (ফোনঃ ০৮১-
- ৬৫০৭৪) খবর দিন। O কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.bgdcl.org.bd) প্রকাশিত তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে
- বাসা-বাড়ির অভ্যন্তরীণ গ্যাস লাইনের কাজ সম্পাদন করুন। আঙ্গিনায় স্থাপিত রাইজারটি সর্বদা উন্যুক্ত রাখুন।
- O গ্যাসের চুলা/গ্যাস পাইপলাইনের সন্নিকটে কোন দাহ্য পদার্থ বা বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন করা থেকে বিরত থাকুন। অকারণে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখবেন না।

অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ/ব্যবহার হতে বিরত থাকুন, অবৈধ গ্যাস সংযোগ নিমুমানের মালামাল

ব্যবহার করা হয় যা গ্যাস লিকেজ/বিস্ফোরণ/অগ্নিকান্ডের মত দুর্ঘটনার কারণ।

 মনে রাখবেন আপনার সচেতনতাই পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে আপনাকে রক্ষা করতে। "গ্যাসজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ" কল্পে জনস্বার্থে প্রচার করা হলো।

বিজি-১৩৭৫, মে-২০১৮ জিডি-১৩৬৩

কৰ্তৃপক্ষ

EDITOR & PUBLISHER: MAHFUZ ANAM. Printed by him from Transcraft Ltd, 229, Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208 on behalf of Mediaworld Ltd, 52, Motijheel C/A, Dhaka-1000. Editorial, News & Commercial Offices: 64-65, Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka-1215, Tel: 09610222222, 9144330 & 58156305, Fax: 9144332, 58156307, 58156306, GPO Box No: 3257, e-mail: editor@thedailystar.net,reporting@thedailystar.net